....

বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার ম'রে বাঁচি।

আকুল আবেদন

আবার বলতে ইচ্ছে করছে, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে দয়া করে কিছু একটা করুন।না হলে আমরা আমাদের সম্পূর্নভাবে হারিয়ে ফেলবো,শত চেষ্টা করেও আর নিজেদের খুঁজে পাবো না।দয়া করে কেউ একজন আবার মুজিবের মত হুঙ্কার দিয়ে আমাদের ডাকুন,পথ দেখান।আমরা একেই স্বাধীনতার বার-তের বছর পর জন্ম নিয়ে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি।ববা-মায়ের শিক্ষায় যে পথ খুঁজে পেয়েছি তাতেও নিজেকে পাওয়া যায়না।আমরা আমাদের অতীত জানিনা, ইতিহাস হারিয়ে ফেলেছি।যে টুকু জানি তার সাথে বাস্তব মিলেনা।মুক্তিযুদ্ধে পা হারানো বৃদ্ধকে ইতিহাস পড়ায় ছাত্র শিবিরের সুযোগ্য(??)কর্মী,বুকের ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বৃদ্ধকে বলতে শুনি "বাবারে, আমরা এজন্য যুদ্ধ করি নাই।" কি জন্যে যুদ্ধ করেছেন,আমরা জিজ্ঞাস করতে পারিনা।বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জেলে যায় আর যুদ্ধাপরাধীদের গাড়িতে আমাদের পতাকা উড়ে।কোথাও মিল খঁজে পাই না,কিছুতে মিলাতে পারিনা।

মুক্তমনা আমাদের জন্য অনেক কিছু করছে।আমরা এখানে নিজেদের খুঁজে পাই।মুক্তমনা আমাদের আত্নার অনেক কাছে চলে এসেছে,এর কাছে আমাদের অনেক দাবী। মুক্তমনা কি পারে না আমাদের জন্য কিছু করতে?মুক্তিযোদ্ধারা যখন নির্যাতিত হয় তখন পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়, এতে ওদেরতো কিছু হয় না,তাদের সাহস আরো বাড়ে,এতো বাড়ে যে আমাদের অস্তিত্বের গায়ে হাত তোলে। মুক্তমনা অন্য কোনভাবে লিখতে পারে না যেমন লিখেছিলো, পাকিস্তানের ইউনুস শায়িখের জন্য।দেশ-বিদেশের চাপে উনিতো মুক্তি পেয়েছিলেন, মুক্তমনার তৈরী করা আন্দোলনে যদি আমরা এত শক্তি খুঁজে পাই তবে আমাদের আজ এ অবস্থা কেন?সবাইকে নিয়ে এরকম কি আরেকটা আন্দোলন তৈরী করা যায় না যার স্রোতে যুদ্ধাপরাধীদের নামটা পর্যন্ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।আমরা মনের আনন্দে বলতে পারবো,দেখো আমরা মরে স্বর্গে যাইনি,স্বর্গেই আমাদের বসবাস।

নিজেকে খুঁজে ফেরা একজন।

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
সৌদি আরব
makuddusna@gmail.com